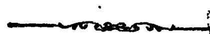
দুর্য্যোধন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ
প্রণীত।



সন ১৩১৫ সাল।



কাল্না
বিশ্বম্ভর যন্ত্রে মুদ্রিত।



মূল্য ।৵০ আনা।

ভূমিকা।

প্রায় বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আমার পঠদ্দশায় যখন মিল্টনের স্যামসন্ আগনিস্টিস্ পড়ি তখনই এইরূপ একখানি কাব্য লিখিতে প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে পঠদ্দশাতেই এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি। সাংসারিক নানাকারণে এতদিন সম্পূর্ণ হয় নাই। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে লেখা শেষ হইলেও মুদ্রিত হইয়া উঠে নাই। এবার আমার কোন বন্ধু বিশেষ অনুরোধ করায় প্রকাশিত হইল।

এরূপ কাব্যের বিশেষত্ব এই যে ইহা দুইটি মাত্র রস অবলম্বনে লিখিত। ইংরাজিতে উহাকে Sublime ও Pathetic বলে। দুঃখের বিষয় বঙ্গভাষায় Sublime এর প্রতিশব্দ কিছু নাই এবং তাহা রস মধ্যেও পরিগণিত নহে। গাম্ভীর্য্য মিশ্রিত করুণা বলিলে যাহা বুঝায় Sublime এবং Pathitic এর অর্থ কতকটা তাই।

গ্রীক নাটকের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার জন্য মিল্টন্ স্যাম্পসন্ আগনিষ্টিস্ লেখেন। আমরা গ্রীক ভাষা জানি না সুতরাং মিল্টন্ কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে পারি না। [illegible] তিনি যে Sublime ও Pathitic সুন্দররূপে মিশাইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখার সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি বঙ্গভাষায় এইরূপ খণ্ডকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু মিল্টনের ন্যায় অনুবাদের চেষ্টা করি নাই। মিল্টনের ভাব ভাষা বা গল্পাংশের কিছুই অনুকৃত হয় নাই। যাহা বঙ্গবাসীর নিজস্ব নহে সেরূপ বিজাতীয় ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে ইহার দোষ গুণ বিচারের ভার কাব্যপ্রিয় সুধীবর্গের হস্তেই ন্যস্ত রহিল।

গ্রন্থকার।

দুর্য্যোধন।

প্রথম

প্রথম দৃশ্য।

(দ্বৈপায়ণ হ্রদে পতিত দুর্য্যোধন এবং তীরে অধোবদনে কৃপাচার্য্য দণ্ডায়মান।)

দুর্য্যোধন। কৃপাচার্য্য! আজি মোরে তোল করে ধরে,
দ্বৈপায়ণ হ্রদ হ'তে,—দেখি একবার
অন্তিমে অনন্ত বিশ্বে, বিশ্বের সুষমা।
অস্তে যায় দিনমণি; আঁধার আসিছে
চির আবরিতে মোর নয়নের মণি।
আহ্বান-সঙ্গীত মৃদু পশিছে শ্রবণে
অজ্ঞাত রাজ্যের,—যথা যাইব অচিরে।
তোল করে ধরি মোরে অন্ধকূপ হ'তে;
কি ফল বিলম্বে? যায় সময় বহিয়া।

বিদায়ের দিন আজ, সংসারের পাশে
মাগিব বিদায়, সাধ জাগিয়াছে চিতে।
এসেছিনু বহুদিন সংসার আবাসে;
ঘর বাঁধি খেলিলাম কত শত খেলা;
আজি পড়ে রবে ঘর—এখনি যাইব
দূর দেশে চির তরে—কেমনে না ক'য়ে
একটি প্রাণের কথা; কেমনে না দেখে
একবার শেষ দেখা—বুঝাইব চিতে?
এক রজনীর জন্য যদি সমাদরে,
গৃহস্থ, পথিকে রাখে আপন আলয়ে,
যায় যবে সে পথিক পুনঃ নিজ পথে
গৃহস্থে জানায়ে যায় "আসি তবে" বলি।
দীর্ঘ-পরিচিত এই সংসার তেয়াগি
যাব যদি, ব'লে যাই—"আসি তবে" বলি।
বিলম্ব করিতে নারি, ডাকিছে আমারে
পুত্র, পৌত্র, মিত্র, ভ্রাতা—তোল শীঘ্রগতি।

(কৃপাচার্য্যের হস্ত ধরিয়া উত্তোলন করণ এবং দুর্য্যোধনের ভূমিতলে উপবেশন।)

কৃপাচার্য্য। হেরি এ দশায় আজি ধরার শয়নে
তোমায়, কি হয় মনে কহিতে না পারি।
খসিয়া পড়েছে মরি! রত্ন আভরণ,
হারাবলী, মুক্তামালা, বলয় কুণ্ডল,
কোটী মণি-খণ্ড ময় কনক কীরিট;

অবসন্ন দেহ, দীন মলিন বদন;—
ভানু যেন রাহু-গ্রাসে, কিংবা ভস্মমাঝে
হুতাশন—আভাহীন তেজোহীন মরি!
হায়, বিধি! এই কি হে! ছিল তব মনে?
কৌরব-গৌরব-রবি যান অস্তাচলে
অকালে, কি ব'লে বল বুঝাইব মনে?
নয়নের জল কেবা পারে নিবারিতে
তোমারে নেহারি ভূপ! এ দশায় আজি?
চির-অরি যদি, তবু কাঁদে সে বিষাদে!
রক্ষরিপু-শরে যবে রক্ষ-কুল-পতি
রাবণ, পড়িল ভূমে, সে দৃশ্য দেখিয়া
কাঁদিল বিষাদে হায়! রাঘব আপনি।
আজ্ঞা দেহ, আনি কিছু চারু আস্তরণ
বসিতে হে নরনাথ! পৃথ্বীনাথ তুমি;—
ধূলায় শয়ন কভু সাজে কি তোমারে?

(কৃপাচার্য্য গমনোদ্যত, তাঁর হস্ত ধরিয়া
নিবারণ করত)

দুর্য্যোধন। কি কাজ হে দ্বিজোত্তম! ও তব আয়াসে
সাজে কি হে, রাজ সাজ আজি দুর্য্যোধনে?
আর কেন অভিমান? যাইব এখনি
অভিমানহীন দেশে চিরদিন তরে।
এই যে দেখিছ দেহ—যাবে ভস্ম হ'য়ে;—
তবে আর কাজ কিহে চারু আস্তরণে?
আসিলাম যেই দিন এভব আলয়ে,

লইলেন কোলে করি জননী ধরণী ;—
শ্যাম দুর্ব্বাদলাঞ্চল পাতিয়া যতনে ;
কাঁদিতে দেখিয়া মোরে কত ভুলাইলা
তরু, লতা, ফুল, ফল ছবি নানা মত—
ধরিয়া নয়নে,—যথা যবে গৃহ ছাড়ি
আসি দূর-দেশে তার মন না বসিলে,
কাঁদে বোধহীন শিশু, অশেষ সোহাগে
লয়ে কোলে যাদুমণি ভুলান জননী,
তরু, লতা, ফুল, ফল দেখায়ে যতনে ;—
দেখ পুন আজি মোর বিদায়ের কালে
দিয়াছেন বিছাইয়া শ্যামল অঞ্চল
নিজ কোলে মা জননী, কোল পাতি
আজি নিয়াছেন দীন সন্তানে অন্তিমে।
কিবা মনোরম ভবে মার কোল চেয়ে ?
কি সুখ যে এ শয়নে—কহিব কেমনে ?

কৃপ। যথা ইচ্ছা তব দেব ! ইঙ্গিতে তোমার
কত রাজা-বিপর্য্যয় ঘটিত জগতে।
হে কৌরব-কুল-সূর্য্য ! তব বীর্য্যতেজে
হীনবীর্য্য রাজ-দল, তারা-দল যথা।
আসমুদ্রক্ষিতীশ্বর, ঐশ্বর্য্য অতুল,
অসীম মহিমান্বিত ছিলে ভবতলে
অসামান্য—সামান্যের সদা ভয়াস্পদ।
যদিও মুমূর্ষু, তবু মহিমা বিকাশে
ভাসিছে ও রাজ দেহ, কার সাধ্য হেন

এখনও লঙ্ঘিতে তব আজ্ঞা, কুরুমণি!
হেরে যদি পান্থ পথে পতিত ভূতলে
মৃগেন্দ্রে—বিগত-প্রাণ, তবু দুরু দুরু
কাঁপে ভয়ে প্রাণ তার,—শিহরে মরমে।
কিন্তু অনুগত জন সদা বাঞ্ছে মনে
হেরিতে মহতে, যথা হেরিত নিয়ত
সে মহতে, সুমহৎ ঐশ্বর্য্যের দিনে।
তাই বাঞ্ছা পুনঃ রাজা সাজাই তোমারে,
বসাই সুরাজাসনে, দেখি পুনর্ব্বার—
কমলিনী-প্রাণকান্তে নিশা-অন্তে যথা—
গৌরব-শিখর-শিরে উদিত আবার
সৌভাগ্যের সুপ্রভাতে, উদ্ভাসি পুলকে
তিন লোক, যশোরূপ বিমল-কিরণে।

দুর্য্যোধন। চেয়ে দেখ দ্বিজোত্তম! উদিছে আকাশে
চন্দ্রমা, আঁধার-বাস সরা'য়ে যতনে
যামিনীর মুখ হ'তে—যথা প্রাণপতি
ঘোমটা টানিয়া ধীরে দেখেন পুলকে
নীলাম্বর-পরিহিতা প্রিয়া মুখখানি।
হাসে সে যুবতী যথা প্রেম কুতূহলে;—
হাসিল যামিনী দেখ রতিরঙ্গ সাধে,
সাজিয়া সীমন্ত রত্নে, কৌমুদীর বাসে।
হের দেখ, চন্দ্র কর হেলায় হেলায়ে
কি কহে সঙ্কেতে ওই, আমারে হেরিয়া
উপহাস-হাসি-রাশি ভাসিছে বদনে।

মম দুঃখে বড় সুখী, কে গণে উহারে ?
পরতেজে যার তেজ নীচ সে দুর্ম্মতি।
কেমনে জানিবে নীচ সৃজিলা বিধাতা,
মহা দুঃখ মহতের তরে এ সংসারে।
স্বর্ণের স্বর্ণত্ব ভাতে অগ্নি সহযোগে।
ধরে রে ! কানন-গর্ব্ব, দীর্ঘ দ্রুম শিরে,
কুলিশে, সহে কি কভু তাহে বালতরু ?
দেখিয়া চাঁদের হাসি উঠিল হাসিয়া
সরসী, তরঙ্গ—রঙ্গ তুলিয়া কৌতুকে ;
যৌবন-তরঙ্গ-রঙ্গে যথা বরাঙ্গিনী
ষোড়শী, বয়স দোষে হাসে আচম্বিতে
পরমুখে হাসি দেখি—না জানি কারণ।
তরল জীবন তোর এ ভব ভবনে
সরসী লো ! তাই গণ্য নও মান্যজনে।
তরল জীবন যার এ ভব ভবনে
তোর সম, তার মুখে তুল্য নিন্দাস্তুতি।
হীন, ক্ষুদ্র-চেতা-মুখে সুখ্যাতির গীতি
দুর্যোধন নাহি চায়,—নিন্দা যদি করে
সাধারণে—সাধারণ জ্ঞান করে তায়।
আমার চরিত্র সদা রহিবে দুজ্ঞেয়,
অবিজ্ঞ, অল্পধী পক্ষে—এই মাত্র চাহি।
স্মরিলে আমার নাম সদা শিহরিবে
মানব বিস্ময়ে ভয়ে, এ বাসনা চিতে।
বিগত জীবন তবু শিহরে স্মরিতে

রাবণে, ত্রিদিবে দেব, মানব এ ভবে।
কি তার মহত্ত্ব, কিবা কীর্ত্তি এ ভূতলে,
কতউচ্চ কীর্ত্তি-শৈলে স্মৃতি স্থিতি করে
সামান্যে কি পরিমাণ পারে তা করিতে?
কত উচ্চ চূড়া ধরে গিরি-কুল-চূড়া
হিমালয়, বালকে কি সে ধারণা ধরে?
ওই দেখা যায় দ্বিজ! অশ্বত্থ বিশাল
অদূরে, কাতরে শির নোয়াইয়া যেন
নীরবে কঁদিছে আজি দুখী মোর দুখে;
বিষাদ আঁধার ঘোর উহার অন্তরে।
কত যে সাধিছে ওর করে কর দিয়া
চন্দ্রমা, এ মোর দশা দেখি উপেক্ষিতে,
হাসিতে অবজ্ঞা—হাসি অবিজ্ঞের মত;
কিন্তু ও কি পারে তাহা—ও যে তরুকুলে
মহারাজ, রত সদা পরহিত ব্রতে।
ছায়াদানে কত জনে তুষেছে দিবসে
আতপে, আতপ তাপ সহি নিজ শিরে।
নিশিথে নিয়ত নিজ কর সঞ্চালিয়া
দূরি শ্রান্তি তুষিয়াছে শ্রান্ত পান্থজনে।
হৃদয় বিদারি রাখে পরম আদরে
তরুবর, বিহঙ্গেরে, অতি সঙ্গোপনে;—
সভয়ে শরণ যবে লয় তার পদে।
ধন্য! তুমি, ধন্য! তব মহিমা এ ভবে,
হে পাদপকুল রাজা! শরণাগতেরে

এ হেন করুণাময় কেবল জগতে ?
ওই দেখা যায় দূরে চন্দ্রের কিরণে
কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্র,—চারিভিতে শুধু
ধুধু করে সুবিশাল ভীষণ শ্মশান।
অগণ্য অনন্ত চিতা জ্বলে নিরন্তর,
পুঞ্জীকৃত হস্তী-অশ্ব-নর-মৃতদেহ
আবরিছে ধরাপৃষ্ঠ—কোথাও বহিছে
ঘোরা রক্ত-স্রোতস্বিনী খরতর বেগে ;
উড়িছে শকুনি পাখা নাড়িয়া সঘনে ;
শৃগাল, কুক্কুর-রবে বধিরিছে শ্রুতি।
দুর্দর্শ ভীষণ দৃশ্য পড়ে দৃষ্টিপথে
যতদূর যায় দৃষ্টি, ঘোর অট্টহাসে
হাসিছে ডাকিনী, নাচে পিশাচ পিশাচী-
গলিত দুর্গন্ধ মাংস চিবায়ে বদনে।
রৌরব—ভৈরব—রব উঠিছে চৌদিকে!
রক্তস্রোতে ভাসে কত শিরহীন দেহ,
কবন্ধ বিবন্ধে যেন উঠিছে পড়িছে!
উৎকট প্রলয় কাণ্ড! বিকট তাণ্ডবে
ভীষণ রসনা ওই বিভীষিকা নাচে!
ভীষণ শ্মশান এই নিশ্বাসে ত্রাসিছে
বিশ্ববাসী জনগনে, দেখাইছে সবে
সংসারের নশ্বরতা—মৃত্যুর অক্ষরে।
কত যে হ'য়েছে ভস্ম এ ভীম শ্মশানে
বীর্য্য, শৌর্য্য, ঐশ্বর্য্যের আধার দুর্লভ ;

গুণী, জ্ঞানী, ধনী, মানী,—কে পারে বর্ণিতে !
কত অপরূপ রূপ, কত কোমলতা,
জগৎ নয়নানন্দ আনন্দ মুরতি,
পুড়িয়া হ'য়েছে ছাই এ কাল অনলে।
ভীম দাবানল যবে বেড়ে চারিদিকে
অটবীরে, বিটপেরে শুধু কি সে নাশে ?
পোড়ে মুঞ্জরিতা লতা—কুসুম-কুন্তলা।
কত পিতা মাতা আজি আঁধার হেরিছে
ভুবন, নয়ন মণি, হায় হারাইয়া।
নয়ন আসারে মরি ! যাইছে ভাসিয়া
কত কান্তা, প্রাণকান্ত বিয়োগ-বিষাদে।
ক্ষত্র-কুল-কাল-রাত্রি যেন গ্রাসিয়াছে
এ ক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল সমূলে।
কৃপাচার্য্য ! অশ্রু আর নারি নিবারিতে
হেরি এ করাল দৃশ্য ;—পাষাণ সদৃশ
এ হৃদয়, তবু আজ ফাটিছে বিষাদে।

কৃপ। সত্য, কুরুনাথ ! আজি পড়ে দৃষ্টিপথে
মহা ভয়ঙ্করী এই মহা রণস্থলী ;
কিন্তু এ রোদনে দেব ! কিবা ফলোদয়
এখন, গতানুশোক দুঃখের কারণ।
নিজে জ্বালিয়াছ তুমি এ কাল অনলে ;
রোপিয়াছ মৃত্যুবৃক্ষ, স্বহস্তে, ভূপতি !
যার ফলে ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল এ রূপে।
ত্যজি ক্ষত্রগণে, হায় ! বুঝি চিরতরে

গেলা চলি রাজলক্ষ্মী—লক্ষ্মীছাড়া করি।

দুর্য্যোধন। সদা সদাচার, সত্য, স্বধর্ম্মনিরতি,
বিবেক, বীরত্ব, যুক্তি প্রিয় অতিশয়
কমলার,—সদাচার গুণে বাঁধা তিনি।
রত যে অধর্ম্মকর্ম্মে, ঘৃণেন তাহারে
চঞ্চলা, চঞ্চলা তিনি তাহারে ত্যজিতে।
হের গুণহীন, যত ক্ষত্রিয় সন্তান,
ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, কপট আচারী।
বীর-ধর্ম্ম ত্যজি তারা ছলে বা কৌশলে
বিনাশিতে চায় বীরে, অরি সে যদ্যপি।
বীরত্বের অপমান দেখ পদে পদে
ভারতে; ক্ষুদ্রত্ব, স্বার্থপরতা তস্কর
পশিয়াছে মহত্বের শান্ত তপোবনে।
এই কি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম? কহ মহামতি!
বীর অরি সদা পূজ্য বীরেন্দ্র সমাজে;
সে পূজা কি বীর আর পায় হে ভারতে?
চির বীর-ধাত্রী, কিন্তু, হায়! ভাগ্যদোষে
বিগত সে শুভদিন। তা'না হ'লে কভু
মরিত কি পিতামহ বীরেন্দ্র কেশরী
অন্যায় সমরে? মরি! কপট আচারে
হেন বীরবরে যারা পারে বিনাশিতে,
তারা কি ক্ষত্রিয় পুত্র?—ক্ষত্রকুল গ্লানি।
গুণ গ্রাম-রূপ-পদ্মে পাতেন আসন
পদ্মাসনা, দয়াহীনা অতি গুণহীনে—

গুণহীন জন জন শ্রীহীন সতত।
রাজশ্রী, জয়শ্রী ত্যজি নিশ্চয় যাইবে
ক্ষত্রসুতে ভবিষ্যতে ; ভবিষ্যৎ কথা
শুন মহামতি ! আমি কহিনু তোমারে।
অচিরে আসিবে নিশা চির তমোময়ী—
ভারতে গ্রাসিতে, হায় ! অচিরে ডুবিবে
ভারত গৌরব-রবি অযশ-সাগরে।
স্নেহ হেতু পিতামহ প্রাণে না মারিলা
পাণ্ডবে। গাণ্ডিবী যবে পাণ্ডুগণ্ড ত্রাসে
ভীষ্মের ভীষণ রণে,—চরণে ধরিয়া
পিতামহ পাশে আসি কহিলা কাতরে,
যুধিষ্ঠির—"নহে স্থির পার্থবীর তব
মহারণে ; মহাবীর কে আছে ভূতলে
সম্মুখ সমরে তোমা পারে গো জিনিতে ?
পাণ্ডবের আশা-রবি গেল অস্তাচলে।
কিবা কাজ লোকক্ষয়ে ? বিপক্ষ তোমার
পাণ্ডুসুত, উপস্থিত তব বিদ্যমানে।
বিনাশ তাহারে আশু, ভাসুক সকলে
শান্তিজলে ; কৃতাঞ্জলি কহি গো শ্রীপদে।
সিঞ্চ বারিধারা দেব ! এ কাল অনলে।
নহে দেহ আজ্ঞা দেব ! পুনঃ যাই বনে
পঞ্চভাই, বাঁধিয়া কুটির তরুতলে,
হ'য়ে ফলমূলাহারী. কিংবা ভিক্ষাজীবি,
চীরবাসে চিরবাস করিব কান্তারে।

হীনবীর্য্য ধনঞ্জয়, অশক্ত ধরিতে
পুনঃ ধনু তব রণে, শুন মহামতি!
নাহি রণজয় আশা কিবা কাজ ব্যজে।
লহ পঞ্চভ্রাতৃপ্রাণ বাঞ্ছা তব যদি।
শিশুকালে মহাশয় পালিয়াছ সবে—
পিতৃহীন দীন এই ভাই পঞ্চজনে;
তব স্নেহ-গুণে ভুলেছিনু পিতৃশোক,
এবে তব বাঞ্ছা যদি তাদের বধিতে;—
কাজ কি গো রণে? দাসে দেহ অনুমতি,
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড এই দণ্ডে কাটি
দিব উপহার পদে; করযোড়ে মাগি
চির পরিহার রণে; কেন অকারণ
নর-রক্ত-স্রোতে আর ভাসিবে মেদিনী।
ইচ্ছা মৃত্যু মহাশয়, নহে বাঞ্ছা যদি
মরিতে;—কি শক্তি কার সুরাসুর নরে
হে আর্য্য! সে কার্য্য সাধে নিজ ভুজবলে?
পিতৃহীন, দীন অতি এ ভব মণ্ডলে
পাণ্ডব, হে পণ্ডুনাথ! রাজ–দণ্ড-আশা
বৃথা তার, দৃঢ়তর জানে সেই মনে।"
শুনি সে মিনতি ভীষ্ম হাসি উত্তরিলা
"জরাজীর্ণ, শীর্ণ তনু, অনুমাত্র নাহি
জীবনে বাসনা মম; ধরি নরদেহ
কাটাইনু বহুকাল—কাল পূর্ণ এবে।
ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্ম যুদ্ধে শরশয্যোপরি

অন্তিম শয়নে বৎস! করিব শয়ন
হও চির রণজয়ী—আশীর্ব্বাদ করি।
পূর্ণ হোক বাঞ্ছা, বাঞ্ছাকল্পতরু-বরে।"
ভাবি দেখ, অরিন্দম! পাণ্ডব, কৌরব
তুল্য তাঁর চক্ষে, দুই পক্ষ সমতুল।
স্নেহ ধারা বহে তাঁর সদা দুই মুখে;—
যে পক্ষে হউক জয় নাহি তাহে ক্ষতি।
তেঁই পিতামহ যুদ্ধে স্বেচ্ছায় হারিলা,
চিহ্নিলা মরণ নিজ—আর্দ্রিয়া রোদনে।
কিন্তু যবে আক্রমিবে বিপুল বিক্রমে
বিদেশী বিপক্ষ, রক্ষা কেমনে করিবে
স্বদেশ, স্বজন, ধন, মান, ক্ষত্রগণে?
স্নেহের কৌশল-জালে বল কে ধরিবে
বিদেশী বিধর্ম্মী অরি—মত্ত রণমদে?
মলিন বদন দেখি দিবে কি সে ক'য়ে
মরণ সন্ধান নিজ দীন বৈরীদলে?
এই কি হে সদুপায় উদিয়াছে চিতে
করিবারে রণজয়? ধিক ক্ষত্রগণে!
বুঝেছ কি মহামতি? রণ-তত্ত্ব-কথা,—
কেন জ্বালিয়াছি আমি এ কাল অনল?
দলিতে দুরাত্মাদলে; সবংশে নাশিতে
ক্ষত্রিয়-কুল-কলঙ্ক, কলুষিত যত
ক্ষত্রসুতে; পাপ-স্রোত রোধি চিরতরে
হরিতে ধরার ভার; উপাড়ি ফেলিতে

ক্ষত্রিয়—কণ্টক-বৃক্ষ শিকড় সহিত
এ ভারত ক্ষেত্র হ'তে,—যথা কৃষিবল
বিকট কণ্টক-জড়—যতনে উপাড়ি
ফেলি দূরে ক্ষেত্র হ'তে রক্ষে শস্যদলে।

কৃপ। কিন্তু, মহারাজ! কহ, এ কাল সমরে
পড়িল কেবল কি হে, কাপুরুষদল?
মরেনি বীরেন্দ্র-বৃন্দ? হয় নাই হত
ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, মানব-গৌরব?
হায়! নরপতি! ভ্রম তব, ভেবে দেখ—
চোরে দণ্ড দিতে রাজা দণ্ডিলে সাধুরে;
বিনাশিলে দ্বিজরাজে চণ্ডাল ভ্রমেতে।
বীর'হীনা বসুন্ধরা, দেখ অরিন্দম!
কি আর কহিব আমি; রাজকুলে নাশি
কি ফল লভিলে বল? বীর চূড়ামণি!

দুর্য্যোধন। ফল, ফললাভ কথা কেন অকারণ
জিজ্ঞাসিছ? বিজ্ঞতম তুমি মহামতি!
সুবিদিত তব পাশে শাস্ত্র তত্ত্ব-কথা।
কর্ম্মক্ষেত্রে, কর্ম্মতরু কবে ফল ধরে
ইচ্ছামত? কহ কর্ম্মফলে অধিকার
আছে কি জীবের? আর্য্য! সুধাই তোমারে
কত মহাশয়, হায়! আশার কুহকে
রোপি বৃক্ষ কর্ম্মক্ষেত্রে, চিন্তিলা অন্তরে—
অবশ্য ফলিবে তাহে সুফল সময়ে;—
কিন্তু বৃথা আশা, কালে ফলিল কুফল

বিষময়, - ভ্রমময়, নরের ধারণা।
ফললাভ লোভে নহে কার্য্যারম্ভ মম;
রাজ্যভোগ আশা, আর্য্য! নাহি ছিল চিতে
সে কালে, যে কালে আমি জ্বালি এ অনল।
তা হ'লে কহ, হে দ্বিজ! নিজ ভাগ হ'তে
পঞ্চগ্রাম মাত্র যদি দিতাম পাণ্ডবে
কত ক্ষতি হ'ত তাহে? কিছু মাত্র নহে।
আরো দেখ, ভোগসুখে বাসনা যাহার,
পুত্র, পৌত্র, মিত্র, ভ্রাতা, আত্মীয়স্বজনে
নিয়োগে কি যুদ্ধ কার্য্যে কভু স্বেচ্ছাক্রমে
সে জন? স্বজন-হীন হ'য়ে এ জগতে
সুখ কিবা রাজ্যভোগে—কর্ম্মভোগ হেন
লয় মনে—জীবন ধারণ দুঃখময়।
এক পুত্র-ভ্রাতৃ-শোকে আকুল জগতে
জনগণ; কিন্তু কহ, কে পারে গণিতে—
কত শত পুত্র-মিত্র-শোক মম প্রাণে?
সুখদুঃখ, লাভালাভ তুল্য জ্ঞান করি
জ্বালিনু সমরানল; উদ্দেশ্য আমার,—
অপদার্থ, অনর্থের মূল এ ভূতলে,
নাম মাত্র ক্ষত্র—কলে ক্ষত্রকুলগ্লানি,
ভীরু, কাপুরুষদল দিবে প্রাণাহুতি
এ অনলে,—ভারহীন হইবে ধরণী।
রবে মাত্র এ ভারতে সুধার্ম্মিক যারা
সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, বীরেন্দ্রমণ্ডলী।

ভেবেছ ভাবিনি আমি ভাবিফল-কথা
যুদ্ধারম্ভে ? অসম্ভব কথা, শূরমণি !
তবে যে অন্যায় রণে হবে রণজয়ী
পাণ্ডুপুত্র, এই মাত্র ভ্রম গণনাতে
আমার। সমরে মারি কাপুরুষ দলে,
সহ পাণ্ডুপুত্র মৃত্যু শয্যায় শুইব
অন্তিমে, নিতান্ত মম সাধ ছিল মনে।
নিয়তির গতি বল কে বুঝে জগতে ?
মরিল অন্যায়ে কত বীর-কুল-পতি
রথীশ্রেষ্ঠ ; অন্যায় আচরি রণজয়ী
পাণ্ডবেরা,—বাঁচি গেল এ কাল সমরে।
হায় বিধি ! এ কুবিধি কেন তব ভবে ?
দয়াময় ! হ'রে লয় কাল কি নিয়মে
ধরা-অলঙ্কার রূপ নরোত্তমদলে
সর্ব্ব-অগ্রে ? গ্রহরাজ প্রাতঃকালে যথা
কাড়ি লয় ফুলমালা কবরী হইতে
ধরার ; শিশির-রূপ-রত্ন-অলঙ্কার
কেড়ে লয় মহারোষে, প্রথম প্রকাশে।
যা কিছু উত্তম যত্ন প্রথম আহ্বানে
কালের—এ কাল রীতি বিধি প্রচলিত !

কৃপ। যথাধর্ম্ম—তথা জয়—শাস্ত্রনীতি কথা,
মহারাজ ! ধর্ম্ম আচরিয়া রণজয়ী
যুধিষ্ঠির, স্থির ইহা লয় মম চিতে।
সদা সত্যবাদী, ধীর, ধর্ম্মরাজ বলী ;—

দুর্য্যোধন।

উত্তুঙ্গ হিমাদ্রী-শৃঙ্গ যেই অধিষ্ঠিত,
বল, তার কিবা ভয় প্লাবনপ্রবাহে ?
মর্ত্ত্য মরুতের বেগে ভাঙ্গে কি কখন
সুরতরু ? সংসারের মরীচিকা কভু
পারে কি ভুলাতে, ভূপ ! অমর শিশুরে ?
ধর্ম্ম-বর্ম্ম-সুরক্ষিত ধর্ম্মরাজ ধীর,
অধিষ্ঠিত সত্য-শৈলে ; নররূপ ধরি
অবতীর্ণ দেবশিশু এ মহী-মণ্ডলে ;—
সংসারের বজ্র গর্জ্জি কি তার করিবে ?

দুর্য্যোধন। আচার্য্য ! বিচার কার্য্যে রত নিরন্তর
তোমরা,—বিচারি কহ কেমনে কহিছ
"ধর্ম্ম আচরিয়া রণজয়ী যুধিষ্ঠির" ?
কিবা ধর্ম্মকর্ম্ম তার দেখিলে আপনি ?
ভীষ্ম-দ্রোণ-বধ-রূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম বুঝি ?
সুধী বুধ তুমি, দেব ! না জানি কেমনে
নিতান্ত হইলে ভ্রান্ত,—মিথ্যা অন্তরালে
গুপ্ত সত্য হেরে মাত্র সুধীজনগণ ;—
লৌকিক সিদ্ধান্তে ভ্রান্ত হইলে কেমনে ?
কে তব জ্ঞানের চক্ষু দিল আঁধারিয়া ?
কহ দেখি, কারে কহ ধর্ম্ম আচরণ ?
কিবা পুণ্য—পাপ কিবা ? সংসারকাননে
কহ কিবা কল্পতরু, সর্ব্বফলদাতা ?
শুন কহি সুধীবর নাহি জান যদি।
এক মাত্র মহাধর্ম্ম আছে কর্ম্মভূমে

মহাপ্রাণজনতরে, দেখাতে তাহার
মহত্ব দেবত্ব এই বিশ্ববাসী জনে।
পরের মঙ্গল তরে আত্মবলিদান—
সেই মহা ধর্ম্মকর্ম্ম। সমর্থ যে জন
বিসর্জ্জিতে সর্ব্ব স্বার্থ, দিতে বলিদান
আপনারে জগতের মঙ্গল মন্দিরে;—
সেই সে ধার্ম্মিক, ধীর, প্রাতঃস্মরণীয়।
ছিল কি এ মহালক্ষ্য পাণ্ডবপক্ষেতে
মহাশয়! আত্মবিসর্জ্জনে অভিপ্রায়?
আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কার্য্য অনুষ্ঠান
তাদের, স্বার্থের তরে বৈরনির্য্যাতন।

কৃপ। সত্য বটে ভীষ্ম-দ্রোণে অন্যায় আহবে
বধেছে পাণ্ডব, কিন্তু, কহ, কি কারণে,
(অন্যায় আচারে এত ঘৃণা তব যদি)
কোন্ ধর্ম্মনীতি মতে, কোন্ পুণ্য হেতু
অন্যায় সমরে অভিমন্যুরে বধিলে?
বীর্য্য-তেজে দৃপ্ত যুবা দিবাকর সম,
ভীম-কান্ত-গুণোপেত, কান্তি মনোহর,
বীরের আদর্শ বীর, কুলগর্ব্ব তব,
বংশের উজ্জ্বল দীপ, ভরসার স্থল,
শত্রুও মোহিত হত যার রূপে, গুণে;
কহ রাজা! কেন তুমি বধিলে তাহারে
অন্যায় সমরে, মরি! সে কুলপঙ্কজে?

দুর্য্যোধন। সত্য, কিন্তু কহ দেখি, বুঝিয়াছ যদি,

কি কারণে অভিমন্যু নিহত অন্যায়ে?
সম্মুখ সমরে হারি পিতামহ রণে
গাণ্ডীবী,—শিখণ্ডী বীরে রাখি অগ্রভাগে,
তার অন্তরাল হ'তে তীক্ষ্ম শরজালে
নরাধম, আঘাতিল বীরেন্দ্র শরীরে
অবিরত—অস্ত্রহীন সেই বীর যবে।
কহ বীরবর! একি বীর-কুল-প্রথা?
লোকে বলে নরোত্তম, বীরোত্তম বীর
অর্জ্জুন,—দুর্জ্জন তবে কেবা আর ভবে?
বীর-কুল-সদা-বন্দ্য, ধর্ম্মব্রত, বলী
দেবব্রত; হেন বীরে যে পারে বধিতে
এ হেন অন্যায়, ঘোর ক্রূর আচরণে,
নির্দ্দয় হৃদয়ে তার তীব্র চিতানল
জ্বালাইতে, বধিলাম তাহার তনয়ে।
নিজ ব্যবহার তার প্রতিশোধিবারে;
স্বীয় কর্ম্ম-বৃক্ষ-ফল তারে ভুঞ্জাইতে।
কিন্তু আর্য্য! এই এক অপকার্য্য হেতু
অনুতপ্ত চিত্ত মম চিরদিন তরে।
দারুণ ক্রোধাগ্নি-ক্ষিপ্ত, উদ্ভ্রান্ত মানসে
জ্বেলেছি যে চিতা, তাহা আজিও দহিছে।

কৃপ। ক্ষম মহারাজ যদি কহি সত্য হেতু
অপ্রিয়—দ্রৌপদী দেবী, তব ভ্রাতৃবধূ;
রাজসভামাঝে আনি বলে উলঙ্গিলে
অঙ্গ তাঁর, কহ রাজা কোন নীতি মতে?

মরমে মরিয়া যাই স্মরিলে তাঁহার
কাতরতা; আর্ত্তনাদ—অতি মর্ম্মভেদী।
কুলবধূ তিনি, তাঁর তপ্ত অশ্রুরাশি
রাক্ষসের রূপে আসি গ্রাসিল তোমারে।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম নীতি তব সুবিদিত যদি,
রাজেন্দ্র! এ মন্দ কার্য্য কেমনে করিলে?

দুর্য্যোধন। বুঝিবে এ কথা যদি জগৎ, কি হেতু
নিন্দিত এ ভবে তবে কুরুকুলপতি?
বাঞ্ছা যদি শুনিবারে শোন মহাবলি।
ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য-বীর্য্য-পরীক্ষা প্রথম
এই কার্য্যে, হে আচার্য্য! লইলাম আমি।
ভেবেছ কি দ্বিজোত্তম! স্মর-শর-জ্বরে
জ্বরিয়া ধরিয়া আনিলাম সভামাঝে
দ্রৌপদীরে? ভ্রম তব নিশ্চয়, সুমতি!
সে বাঞ্ছা আমার যদি থাকিত অন্তরে
একান্ত, গৃহ-অন্তরে আনিতাম তবে
গোপনে, লোক লোচন হ'তে অন্তরালে;
অনঙ্গের রঙ্গস্থল নহে রাজসভা।
কহ দেখি, পতি কভু পারে কি থাকিতে
অচল, অটল, স্থির, স্থাণুর সমান,
হেরি পত্নী অপমান; সচক্ষে নেহারি
উলঙ্গিত অঙ্গ তাঁর রাজসভামাঝে?
সিংহিনীরে হেরে যদি ব্যাধের কবলে
কেশরী, মুহূর্ত্তে তারে দেয় যমালয়ে;

অন্য কোন চিন্তা তার জাগে কিহে চিত্তে ?
মহাবীর বলি যারা বলায় জগতে,
হেন পঞ্চ বীর পতি কেমনে রহিল
অচল, অটল, স্থির,—হেরিয়া সাক্ষাতে
ধর্ম্মপত্নী-অপমান ? ধর্ম্ম-অবতার
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—তাঁর অনুরোধে ? শুন বীর
এ কথা শুনিয়া মম হাসি আসে মুখে।
দুর্ব্বলের ছল ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনা।
ক্ষত্রিয় শোণিত যার ধমনীতে বহে,
কোন অনুরোধ হেতু না পারে সহিতে
সে জন এ অপমান ; বুঝিতে মস্তকে
চির কলঙ্কের ভার, চির ঘৃণারাশি।
আজ যাহা সহ্য হ'ল ভ্রাতৃ-অনুরোধে,
কাল তাহা সহ্য হবে স্বার্থ-সিদ্ধি হেতু ;
পরশ্ব হইবে সহ্য শক্তির অভাবে।
অধঃ পতনের সূত্র নিয়ত এ রূপে
নিম্ন হ'তে নিম্নস্তরে হয় নিপতিত।
এই কার্য্যে বুঝিলাম ক্ষত্র—বীর্য্য-দিন
গত, ক্ষত্রিয় শোণিত হ'য়েছে শীতল ;
ভারতের গরীয়সী বীরভূমি মাঝে
কাপুরুষতার বীজ উপ্ত অলক্ষিতে।
তাই ভাবি জ্বালিলাম এ কাল অনল
কুরুক্ষেত্রে, ক্ষত্রকুলগ্লানি ক্ষত্রকুলে
পোড়াইতে—বিনাশিতে যত কাপুরুষে।

এই যে ক্ষুদ্রত্ব-বীজ, ক্ষুদ্র, অলক্ষিত,—
কালে তাহা মহাবৃক্ষে হবে পরিণত।
ক্ষত্রিয়-বীরত্ব-গাঁথা, মহত্ব অতুল,
ভুলে যাবে ক্ষত্রগণ, আত্ম-বিসর্জ্জন।
স্বার্থ-পরতার বিষে হবে জর্জ্জরিত,
ভুঞ্জিবে তাহার ফল—ঘৃণা, নিন্দা, গ্লানি।

(সহসা অশ্বথামার প্রবেশ)

অশ্বথামা। দরিদ্র দ্বিজের পুত্র এক ভিক্ষা মাগে
নরনাথ! বর তারে সেনাপতি পদে।
পিতৃহন্তা দুরাচার পাণ্ডব দুর্ম্মতি,
নিতান্ত কৃতান্ত পুরে পাঠাইব তারে।
পার্থের শোণিতে করি পিতার তর্পণ
নিভাইব এ অনল জ্বলে যা হৃদয়ে।
ধনঞ্জয়! পাপাশয় কেবা তোর চেয়ে?
প্রিয়তর শিষ্য তুই আছিলি পিতার
আমা হ'তে, সুনিভৃতে শাস্ত্র নানামত
শিখাতেন তোরে পিতা আমারে বঞ্চিয়া।
সে অতুল স্নেহের কি এই প্রতিদান?
আচার্য্যের প্রতি হেন অনার্য্য আচার?
পামর! গুরুদক্ষিণা দিলি এইরূপে?
এর প্রতিফল আজি দিব ভাল মতে।
দাও রাজা অনুমতি, গুরুপুত্র তব
মাগে এই শেষ ভিক্ষা জনমের তরে।
বিলম্ব সহে না আর; প্রতিজ্ঞা আমার

পঞ্চ পাণ্ডবেরে আজি দিব যমে ডালি।

দুর্য্যোধন। দ্বিজোত্তম! জানি আমি মহাবীর তুমি
দ্রোণপুত্র, ভৃগুপুত্র সম মহাবলী।
তোমায় সাজে এ কাজ, যাও ত্বরা করি,
বরিলাম বীরবর! সেনাপতি পদে;
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেহ আনি মোরে
অবিলম্বে, এ অন্তিমে তবুও কিঞ্চিৎ
তৃপ্ত হবে এ হৃদয়। পদাঘাতে ভাঙি
ভীমের সে চণ্ড মুণ্ড জুড়াইব জ্বালা।
হবে কি সে দিন দ্বিজ! পারিবে কি তুমি
দুর্য্যোধনে প্রদানিতে সে সুখ-সন্দেশ
আজি এই শেষ দিনে? দেখ পার যদি।

অশ্বত্থামা। চিন্তা নাহি কর রাজা! অচিরে ফিরিব
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড আনি দিব ডালি।

প্রস্থান।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পাণ্ডব-শিবির।

অর্জ্জুন। (স্বগত) নীরব, নিস্তব্ধ নিশা! তমোময় বাসে
সাজিয়া কাঁদিতে আজি এসেছে এ স্থলে!
খুলিয়া ফেলেছে তাই চন্দ্রকান্তমণি
বিরাগে সীমন্ত হ'তে—শিরোরত্ন তার
চির-যত্ন; শোকের আঁধার বুকে ল'য়ে
ভাসিতেছে অশ্রুজলে নিশ্বাসি বিষাদে।
সব স্থির! অধীর সকলে মহা দুখে।
নাচেনা পল্লবদল তরুবরশিরে;
বহেনা মলয় বহি কুসুম-আমোদে।
প্রলয়ের কালে যথা স্তব্ধ অন্ধকারে
প্রাণহীন প্রাণীগণ, প্রাণহীন তথা
আজি এ জগৎ যেন স্পন্দন রহিত!

কে গায় বিষাদ-গান আজি এ নিশীথে ?
কেনরে কাঁদিছে প্রাণ ? ম্লান মৃত্যুছায়া
সংসারের মুখে যেন পড়েছে ছড়ায়ে !
মহা মরণের ক্রোড়ে যেন শুয়ে আছে
চরাচর ; ঘোর হাহাকারে বিলাপিছে
মহাশোক মূর্ত্তিমান হয়ে ! চতুর্দ্দিকে
জড়েরও মরম ভেদি উঠে আর্ত্তনাদ !
কে কবে দেখেছে হেন ভয়ঙ্কর স্থল ;
হেন তমোময়ী নিশা মহা ভয়ঙ্করী ;
হেন শোকাবহ দৃশ্য এ বিশ্ব সংসারে ?
বীরত্ব, ধীরত্ব, ভবে মহত্ত্ব অতুল
ছিল যাহা, পুড়িয়াছে এ ভীম শ্মশানে !
বিপুল ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল সমূলে।
ইঙ্গিতে কহিছে যেন সবে মম প্রতি
ক্ষত্রকুলান্তক-যম তুই রে পামর
অর্জ্জুন ! দুর্জ্জন তুই কুলক্ষয়কারী।
নির্দ্দয় শার্দ্দুল সেও না হিংসে কখন
স্বজাতি—স্বজ্ঞাতি, বন্ধু হিংসিলি কেমনে ?
বর্ব্বর ! নির্দ্দয় তুই শার্দ্দুল অধিক ;
নিজকুলক্ষয়কারী, পাষণ্ড, দুর্ম্মতি।
ঘোষিবে কুযশঃ তোর যতদিন রবে
রবিশশী ; পরকালে নিরয়েতে পশি
ভুঞ্জিবি রে ধনঞ্জয় ! এ কার্য্যের ফল।
ইহ পরকাল তুই হারালি, দুর্ম্মতি !

ওই শোনা যায় মৃদু রোদনের ধ্বনি!
পুরু-কুমারের দল কাঁদিছে কাতরে!
মরণের পরপার হইতে বহিয়া
আসিয়া পশিছে স্বর মরম মাঝারে।
তটিনীর পরপার হইতে যেমতি
করুণ বাঁশরী-রব পশে শ্রবণেতে।
শুনিছ কি কহিতেছে—"কুরুকুলাশ্রয়ে
পাঠাইলা বিধি, হায়! আমা সবাকারে
ভুঞ্জিতে জীবনভোগ নরদেহ ধরি।
জীবনে যৌবন আসি যেই জাগাইল
শত আশা, ভালবাসা, সুখের বাসনা;
না পূরিতে কিছুমাত্র জীবন-পিপাসা;
কেন বিনাশিলে সবে,—হায় গো, কেমনে
স্বহস্তসিঞ্চিত বৃক্ষ অক্লেশে নাশিলে?
কেমনে ছিঁড়িলে বল সেই স্নেহলতা?
ভবিষ্যৎ আশাস্থল আমরা সকলে
তোমাদের—আশাদীপ নিবালে কেমনে?
সাধে কে নিবায় বল সুখের প্রদীপ?
স্বকুল-নির্ম্মূলকারী নির্দ্দয়ের গৃহে
কেন পাঠাইলা বিধি এ অভাগা গণে?
বাসনা হলোনা পূর্ণ; ত্যজিতে হইল
ভববাস; প্রেমফাঁস ছিঁড়িল অকালে।
প্রাণের অধিক প্রিয় পরিজনে স্মরি
আকুল এ লোকে মোরা,-কেমনে জানিনে

দ্যুলকে ভূলোকে আছ তোমরা সকলে ?
তোমাদের মায়া মোরা পারিনি ভুলিতে
এখনও ; নিশিদিন অলক্ষ্যে থাকিয়া
তাই গো দেখিতে আসি ; তোমাদের সুখে
তাই সে আমরা সুখী এখনও এ লোকে ;—
আমাদের মায়া বল ভুলিলে কেমনে ?"।
আর ত সহে না প্রাণে ; ফাটিছে হৃদয় ;
শিরায় শিরায় বহে মর্ম্মঘাতী ব্যথা ।

মহারাজ দুর্য্যোধন ! ভাগ্যবান তুমি
শতগুণে, পরাজয়ে জয়ী তুমি আজি ;
শান্তির সুরথ লয়ে অন্তক আপনি
দাঁড়ায়ে শিয়রে তব, পরম আদরে
লইয়া যাবেন তোমা শান্তিময় দেশে ;—
এ চির হৃদয়জ্বালা, ঘোর মর্ম্মব্যথা,
স্বার্থপরতার স্রোতঃ নাহিক যে স্থলে ।
সুশীতল করতল স্নেহে বুলাইয়া
ভুলাবেন সব জ্বালা, জুড়াইবে দেহ ।
ক্ষণেক দাঁড়াও রাজা, আজি শেষ দিনে
একবার নেহারিব ; কৃতাঞ্জলি পুটে,
অর্জ্জুন মার্জ্জনা চাবে সর্ব্ব অপরাধে ।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য



(দ্বৈপায়ন তীর)

দুর্য্যোধন। (স্বগত) দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা খ্যাত বীর বলি;
আছে কি সামর্থ তার পার্থে বিনাশিতে?
সাধি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হয়ে
ছুটিয়াছে কুরুক্ষেত্রে; প্রতিজ্ঞা করেছে,—
বধিবে সমরে আজি পাণ্ডুপুত্রগণে।
কিন্তু ইহা কি সম্ভব? নারি বিশ্বাসিতে—
বাসববিজয়ী বীরে বধিবে মানব!
মৃগ কবে বধে মৃগেন্দ্রেরে? দিবাকরে
কভু আচ্ছাদিতে পারে খদ্যোতিকা-দ্যুতি?
কি এক অজ্ঞাত ভয় উদিছে হৃদয়ে।
অপ্রসন্ন মনপ্রাণ—আতঙ্কে, সন্দেহে
বিহ্বল। চঞ্চলমতি অতি অশ্বত্থামা;

ভাল করি নাই আমি তাহারে বরিয়া
সেনাপতিপদে,—সে পদের যোগ্য নহে।
হটকারীজনগণ ঘটায় সহসা
অঘটন ; নাহি জানি কি ঘটিবে আজি।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল অশ্বত্থামা রথী !
বামন হইয়া কেবা ধরে শশধরে ?
খঞ্জ কবে লঙ্ঘ্যে হিমগিরি ? এ আসন্ন
কালে, বিপরীত বুদ্ধি ঘটিল আমারে।

(সহসা অর্জ্জুনের প্রবেশ)

কেও আসিতেছে দ্রুত আমার সম্মুখে।

(নিরীক্ষণ করত)

ধনঞ্জয় ! পরঞ্জয় তুমি, মহাবলী ;
কিন্তু এ দুর্ম্মতি কেন ? আমার দুর্গতি
দেখিতে এসেছ হেথা ; লভিবে প্রসাদ
শত্রুর দুর্দ্দশা দেখি ? শুন, দুষ্টমতি !
পতিত যে অরি তারে সম্মানে সতত
বীরকুল ;—বীরকুলে এই চিরপ্রথা।
পশুরাজ নাহি বধে মৃতপ্রায় পশু।
একি ! কেন অশ্রুজল তোমার নয়নে ?
বুঝিয়াছি—অনুতাপ অনলে গলিয়া
ফেলিছ শোকাশ্রু, কিন্তু বৃথা এ রোদন।
অন্যায় সমরে মারি আর্য্য ভীষ্মদ্রোণে
করিয়াছ যে কুকর্ম্ম, ভুঞ্জ ফল তার
যাবৎ জীবন ভবে। কি হবে কাঁদিলে ?

দুষ্কৃতকারীর এই দণ্ড ভূমণ্ডলে।
এখনই যাইব আমি এ সংসার ছাড়ি ;
জুড়াইবে সব জ্বালা, শোক, তাপ যত ;
কিন্তু তুমি বর্ত্তমান থাকি এ জগতে,
ভুঞ্জ দুঃখময় ফল দুঃখের সংসারে।
তোর সম মহাপাপী সদা পীড়াস্থল
ধরার,—বর্ব্বর তুই—শৃগালের মত
উচিত বধিতে তোরে কপট সংগ্রামে ;—
তোর প্রদর্শিত পথে তোরে পাঠাইতে
যমালয়, নীচাশয়! এই লয় মনে।
পতিত যে আমি আজি, দুর্গতি যে মম,—
সে কেবল তোদেরই সে কাপট্যের ফলে।
নহে,—কে সহিত বল ন্যায়ের সমরে
দুর্য্যোধন ভুজবীর্য্য? ধর্ম্ম যুদ্ধ যদি—
শত ভীম হইলেও নারিত জিনিতে।
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে গদার প্রহারে
পাঠাই রে ধনঞ্জয়! শমন-ভবনে ;
ঘুচাই ধরার ভার পাপীরে বিনাশি।

(গদা উত্তোলন)

অর্জ্জুন—(বক্ষস্থল পাতিয়া)

প্রহার ও ভীম গদা দিয়াছি পাতিয়া
হৃদয় ; যে ঘোর দাহ দহে নিরন্তর,—
তার চেয়ে [illegible] শ্রেয়ঃ শত গুণে।
[illegible] ভিক্ষা মাগে ;—

ক্ষম, মহারাজ! তারে, ভুলি পূর্ব্বকথা।
কৌরব-গৌরব-রবি মহারাজ তুমি
দুর্য্যোধন, সুযোধন বিখ্যাত ভূতলে।
কি ব্যথা যে বাজে প্রাণে এ দশায় আজি
নেহারি তোমারে ভূপ! ক'ব তা কেমনে?
তব এ পতন রাজা নহে ত কেবল
তোমারই পতন,—তব সঙ্গে যায় চলি
কুরুকুলরাজলক্ষ্মী; হয় অস্তগত
ভারত-গৌরব-রবি চিরদিন তরে।
আসমুদ্রক্ষিতীশ্বর, স্ববলে শাসিলে
ভূভারত, ভূভারতে তোমার প্রভাব
নভস্পর্শী নগ প্রায় প্রভান্বিত অতি।
চন্দ্রবংশ-যশচূড়া পড়িল ভাঙ্গিয়া
তব ভঙ্গে,—আর কেবা গড়িবে তাহারে?
রক্ষ-বংশ-যশঃ যথা রক্ষেন্দ্র নিপাতে।
যা কিছু করেছি দোষ ক্ষম নিজ গুণে
মহাশয়, মহাশয়, সদাশয় তুমি।
যত দিন রব ভবে, নয়নের জলে
ভাসি দিবানিশি, স্মরি তোমা সবাকারে,
করিব হে প্রায়শ্চিত্ত—এই বাঞ্ছা চিতে;
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যদি কিছু থাকে।
মারিতে বাসনা যদি? আনন্দে মরিব
তোমার সম্মুখে, দেব! কিন্তু তার আগে
ক্ষমা কর নরনাথ! এই ভিক্ষা মাগি।

দুর্য্যোধন— তুই কি অর্জ্জুন সেই চির রণজয়ী
বীরত্ব-গৌরব-মত্ত ঘোর অহঙ্কারী ?
এ বিনীত ব্যক্তি কি হে পার্থ মহাবলী ?
বুঝিয়াছি, টুটিয়াছে বীর্য্য-অহঙ্কার ;
পাষাণ ! পাষাণ আজি গলেছে অনলে।
মরুতে ফুটেছে ফুল ; নির্দ্দয় হৃদয়ে
ছুটেছে দয়ার উৎস, প্রেমবন্যাবেগে
ধুয়ে গেছে হৃদয়ের যত আবর্জ্জনা।
ত্রিদিব-সৌন্দর্য্য আজি ফুটেছে বদনে
তোমার, হে ধনঞ্জয় ! ধন্য আজি তুমি।
আয় ভাই বাঁধি তোরে প্রেম আলিঙ্গনে
আজি এ বিদায় দিনে। এত দিন যদি
এ প্রেম-মূরতি ধরি আসিতিস্ কাছে,—
তবে আর কে করিত কুরুক্ষেত্র রণ ?
মরিত না পুত্র, মিত্র, অমাত্য অকালে।
যাও ভাই হস্তিনায় ; রাজশূন্য আজ
প্রজাকুল, ভয়াকুল রাজেন্দ্র বিহনে ;—
কর রাজ্য, পাল প্রজা, রাখ ধর্ম্মে মতি।
সবাকার অমঙ্গলভার শিরে লয়ে
চলিলাম আমি—সবে থাকহ কুশলে।
পড়ুক শান্তির জল ; থাক সর্ব্বজন
সদানন্দে,—মহানন্দে আশীর্ব্বাদ করি।
ফেলো না হে অশ্রুজল ; বেঁধো না হে আর
মায়াডোরে ;—কাঁদাওনা আর শেষ দিনে।

ওই দেখ ডাকে মোরে কর সঞ্চালিয়া
পুত্র, পৌত্র, মিত্র, ভ্রাতা; পশিছে শ্রবণে
স্নেহের আহ্বানবাণী সে দেশ হইতে।
মরণ-সাগর-তীরে দাঁড়াইয়া আমি;—
সম্মুখে ডাকিছে ওরা,—চাই ছুটে যেতে;
পিছনে ডেকোনা আর—যেতে দাও মোরে।
স্নেহের বন্ধন যত টুটেছে সকলি,
জীবন-আকাশ হ'তে তাই যাই ছুটে
নভশ্ছিন্ন তারা প্রায়—অনন্তে মিশিতে।
পেওনা মরমে ব্যথা আমারে স্মরিয়া।
যাও ভাই হস্তিনায় কহি করে ধরি।
কাণ্ডারীবিহীন আজি এ ভব-সাগরে
কুরু-কুলরূপ-তরী—হও হে কাণ্ডারী;
পালহ বিপুল প্রজা, পুত্র হেন মানি।
এ কার্য্যের উপযুক্ত তুমিই ভূতলে
থাকিলে,—অতুল তুমি ভুজবীর্য্যে বলি।
কদাচার, পাপাচার, ক্ষত্রকুলকালী
ছিল যারা—মরিয়াছে এ কাল অনলে।
মহাপ্রাণ! মহারাজ্য করহ স্থাপিত
ভারতে, সামন্তরাজ করি বশীভূত।
হও একছত্রী রাজা, দূর করে দিয়ে
হিংসা-দ্বেষ-বিষে ভরা ক্ষুদ্র রাজদলে;—
অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ, ক্ষুদ্রস্বার্থে রত।
যে সকল অন্তরায় আছিল এ পথে

দুরন্তর—অঙ্কুরিত এতদিন পরে।
কুরুক্ষেত্র-দাবানলে গেছে ভষ্ম হয়ে
যতেক কণ্টকবৃক্ষ ; নিষ্কণ্টক এবে
রাজপথ, —সেই পথে যাও চলি, বলি!
সাম্রাজ্য-শিখর-শিরে, রাজরাজেশ্বর।
মহামহীরুহপ্রায় মহামহীপতি
সুশীতল ছায়াদনে তুষিবে সতত
আশ্রিতেরে, প্রজাকুল হবে চিরসুখী।
দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প—রূপ—পান্থ কত—
আসিবে সে ছায়াতলে ; সে রাজ-প্রসাদে
ঋদ্ধিসিদ্ধি বৃদ্ধি হবে দূরে যাবে দুঃখ।
এইরূপ মহারাজ্য স্থাপনের তরে
আরম্ভিনু এসমর,—উদ্দেশ্য আমার—
এক মহারাজ মাত্র রবে এভারতে—
এক মাত্র সুরক্ষক রক্ষিবে সকলে।
দুই কিংবা বহু প্রতিদ্বন্দ্বী যদি রহে
দেশে—প্রাধান্যের তরে নিত্য দ্বন্দ্ব ঘটে ;
পরস্পর বলহীন অন্তর বিগ্রহে।
বহিঃ শত্রু যদি দেশ আক্রমে সেকালে
ভীম পরাক্রমে কেহ নারে কোনক্রমে
রক্ষিতে স্বদেশ। যদি সব দেশবাসী—
একপ্রাণে, একমনে, একধ্যান ধরি
পশে কার্য্যক্ষেত্রে,—হয় স্বকার্য্য উদ্ধার।
সে কার্য্য, অর্জ্জুন! কিন্তু, সদা অসম্ভব

বহুরাজযুক্ত দেশে—ভেদযুক্ত সদা।
ঐকতান না শিখালে সর্ব্ব প্রজাকুলে
বাজেনা জাতীয় বাদ্য, উঠে না নাচিয়া
এক দিনে সব প্রাণ একই উদ্দেশে।
এক ধ্রুবতারা রাখি নয়ন সম্মুখে
ছোটেনা সবার প্রাণ, এক আশা ল'য়ে
ভাসেনা কখন তারা কর্ম্মের সাগরে।
একটি ইঙ্গিতে মাত্র পারেনা ত্যজিতে
সব প্রাণ—নাহি বুঝে একতার ভাষা।
এই ভাবি, মহাভাব! এ মহা আহবে
আহ্বানি আনিনু সবে। ঘোর রক্তস্রোতে
ভাসিল এ ধরাতল; নির্বীরা হইলা
ধরণী; পুড়িল দেশ ঘোর দাবানলে।
কহ, পার্থ! কৃপা করি, ভ্রান্ত কি হে আমি?

অর্জ্জুন। নহ পূর্ণ ভ্রান্ত, যুক্তিযুক্ত এ কল্পনা,
অত্যুত্তম অভিপ্রায়, লক্ষ্য উচ্চ অতি।
কিন্তু হে পার্থিব! তুমি যে পন্থা ধরিয়া
যাইতে চাহিয়াছিলে সেই লক্ষ্য স্থলে,
কুপথ সে—এ কুফল তেঁই সে ফলিল।
বাঁধিতে একতাসূত্রে বাঞ্ছা তব যদি,
গৃহভঙ্গে সেই কর্ম্ম কেন আরম্ভিলে?
চাহিলে পশিতে স্বর্গে নরকের পথে,
রাজেন্দ্র! এ ভ্রান্তি হেতু ঘটিল এ গ্রহ।
ভ্রাতৃ-বিরোধের সূত্র ধরিয়া চলিলে,

কে বল, পশিতে পারে একতার দ্বারে ?
ভ্রাতায় ভ্রাতায় যদি সুদৃঢ় বন্ধনে
(সহজন্ম শত বন্ধ যদি, ও তথায়)
না বাঁধিল পরস্পরে,—কোন্ মন্ত্রবলে
বাঁধিবে অপরে তারা ? কহ মহারাজ
এ সরল সত্য কেন চিত্তে না উদিল ?
হের রাজা ! শক্তিহীন ভ্রাতৃ-রক্ত-পাতে
ভারত ;—মহাপাতকে পাতকী সকলে ।
মহামহীরুহচয় প্রলয়ের ঝড়ে
ভূপতিত ; বীরহীনপ্রায় বীরস্থলী ।
যা কিছু দেখিছ সবই ক্ষুদ্র তরুরাজি,—
আছে যারা দাঁড়াইয়া এখনও এদেশে ।
আবার ঝটিকা যবে আসিবে গরজি ;
গর্জ্জিবে বিপদ-বজ্র প্রলয়ের রবে ;—
বল কে সহিবে সবে ? বিগত সকলি ।
হায়রে, অদৃষ্ট বশে প্রমোদ উদ্যান
এ শ্মশানে পরিণত ; চিররাহুগ্রাসে
অস্তগত সুখশশী ভারত আঁধারি ।
কিন্তু বা কেমনে আমি দিব উপদেশ
তোমায়, হে সুধীবর ! সুধীশ্রেষ্ঠ তুমি ।
রাজকার্য্যে পারদর্শী ;—চির বনচারী
এদাস, বিবশ তাহে এ বিষম শোকে ।
বিষাদের তপ্তশ্বাসে গেছে ভস্ম হয়ে
জ্ঞান-পুষ্প, বুদ্ধি–বৃক্ষ হৃদয়–উদ্যানে :

কোথা আছি, কেন আছি, বুঝিতে না পারি।

(নেপথ্যে দৃষ্টি করত)

দুর্য্যোধন। আবার কিসের ধ্বনি? প্রাণের রোদন
কার আসি পশে কাণে এ ঘোর নিশীথে?

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির। একি ভাই সুযোধন! ধুলার শয়নে
পতিত কি হেতু তুমি? অভিমানভরে
শুয়েছ কি এ শয়নে? ত্যজ অভিমান,
উঠ উঠ প্রাণাধিক, এস বুকে ধরি
জুড়াই প্রাণের জ্বালা। যা ছিল কপালে
ফলেছে তা—পুরিয়াছে বিধির বাসনা।
কুরুরাজাসনে পুনঃ তোরে বসাইয়া
যাব বনে, ছার রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
প্রাণান্ত প্রতিজ্ঞা করি, প্রচণ্ড সংগ্রামে
বধিলাম কোন রিপু? বিপুল আয়াসে
লভিলাম কোন ফল? হায়! মরি! মরি!
প্রাণাধিক প্রিয়তম, আত্মীয়, স্বজনে
বধিলাম রিপুজ্ঞানে; যাদের বিরহে,
জীবন—মরণাধিক, সংসার—শ্মশান;
যাদের কারণে লোক বাঞ্ছে এ জগতে
ভোগসুখ, রাজৈশ্বর্য্য; যাহারা এভবে
জীবনে স্নেহের গ্রন্থি, কর্ম্মেতে প্রেরণা;
হায়! ভ্রান্তিমদে মাতি বধিনু সে সবে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, সত্য এই কথা।

কেমনে করিব বাস আর এ সংসারে ?
কোন সুখে, কোন লোভে, কোন ধর্ম্ম ধরি।
কে পারে করিতে বাস ভীষণ শ্মশানে,—
স্বজন-শোণিত-সিক্ত, চিতাভস্মাবৃত।
প্রাণান্ত পর্য্যন্ত থাকি অরণ্যে প্রান্তরে
কাটাইব, মগ্ন রহি সন্তাপ-সাগরে।
আয় ভাই, রাখ কথা, শত্রু বলি আর
ভাবিও না—এ মিনতি করি করে ধরি।

দুর্য্যোধন। অহো ! বুঝিয়াছি ভ্রম আমি এতদিনে ;
ধর্ম্মরাজ ! ধর্ম্মরাজ নরদেহে তুমি।
পদে ধরি দয়া করি দাও পদধূলি
অন্তিমে, চরণ প্রান্তে পতিত অধমে।
মহতের পদধূলি মহৌষধিরূপ
ভবরোগে, সেই রোগে জর্জ্জরিত আমি
কি আর কহিব আর্য্য ! অশেষপ্রকারে
দোষী দাস শ্রীপদেতে ভুল' সে সকলি।
হিংসা, দ্বেষ, অভিমান আজি ভুলে গি'ছি
কেহ শত্রু নাই মম এ মহীমণ্ডলে।
কেন দয়াময় ! মম জ্ঞানের প্রদীপ
না জ্বলিল এতদিন ; কেন না বুঝিনু
ধর্ম্মরাজ—ধর্ম্মরাজ, মহারাজ তিনি।
মহারাজ্য সংস্থাপিতে শক্তি আছে কার
তিনি বিনা। সিংহাসনে এতদিন যদি
তোমারে বসায়ে, পঞ্চোত্তর শত ভ্রাতা

মিলে সাধিতাম কাজ মিলিত সন্তুষে
সুখময় সিদ্ধিফল সাধন পাদপে ;
এ ঘোর রক্তের স্রোত বহিত না কভু ;
মরিত না ক্ষত্রকুল ; হ'ত না নির্ম্মূল
বীরকুল ; এ বিপুল শোকে কাঁদিত না
এ হৃদয় — শেষদিনে মরিতাম সুখে।
হায় বিধি কেন মোরে তাপিলে এরূপে ?

(ভীমের প্রবেশ)

বৃকোদর ! আসিয়াছ আমারে দেখিতে ?
কিন্তু, কেন ম্লানমুখে, আনত আননে ?
বীরবর মুখে কেন নাহি সরে বাণী ?
হের ভগ্নউরু আমি, ধরার শয়নে,
তব ভীম গদাঘাতে—অন্যায় সমরে ;
কিন্তু ত্যজ লজ্জা—লজ্জা দিব না তোমারে
আজি এ বিদায় দিনে ; চাহ মুখ তুলি।
পরে ব্যথা দিতে ব্যথা বাজিতেছে প্রাণে
বিষম, সেহেতু আজি প্রেম বিনিময়ে
তুষিব সবারে, এস বাঁধি আলিঙ্গনে।
এত দিন জ্বলেছি ত বিদ্বেষ-অনলে ;
পিশাচের প্রায় পরস্পর করেছি ত
কত মর্ম্মক্ষত ; কত শত স্নেহলতা
উপাড়িয়া ফেলিয়াছি হৃদয় হইতে।
রণরঙ্গালয়ে হত্যাকাণ্ড-অভিনয়
করিয়াছ কত—দাও যবনিকা ফেলে।

যাও ভুলে বৃকোদর সে সব কাহিনী!
এস আজ নবরঙ্গে নবরঙ্গালয়ে
নব নাট্য অভিনয়, করিব কৌতুকে;
প্রেমদৃশ্য দেখাইব প্রেম সাজে সাজি,
প্রেম আলিঙ্গনে মিলি হৃদয়ে হৃদয়ে।
কেন ভাই! অধোমুখে দাঁড়ায়ে এখনো;
পেতেছ কি ব্যথা মনে স্মরি পূর্ব্বকথা?
ভুলে যাও, ভুলে যাও করি হে মিনতি।
অন্তরের অন্ত হ'তে করিতেছি ক্ষমা;
তুমি কর ক্ষমা মোরে, এস হে নিকটে।
দাঁড়ায়ে এ জীবনের সাগর-সঙ্গমে,
হেথাকার যা' কিছু সে সব ফেলে দিয়ে—
ভবনদী আবর্জ্জনা—যেতে চাই ভেসে
আজি এ সাগরপারে;—দাও ত্বরা ফেলে
প্রাণের যতেক ভার; বিদিত জগতে—
যত ভারহীন তত সুখ সন্তরণে।
আসিবার কালে ভাই ওপার হইতে
যা' কিছু আনিয়াছিনু—ভেলা বাঁধি তাহে
এ পারের কিছু ভাই না যায় সে পারে।
ভেবে দেখ ভ্রাতা মোরা ভীম দুর্য্যোধন
শৈশবে, কৈশোরে পরস্পর সহচর;
একত্র ভোজন পান—একত্র শয়ন;
এক সঙ্গে হাসি খেলা, প্রমোদ বিনোদ;
কিন্তু ছার সংসারের মোহমদে ভুলি

হিংসা, দ্বেষ, বৈরিতায় জর্জ্জরিত দেহ
উভয়ে, দোঁহার বাঞ্ছা দোঁহারে বধিতে।
ছলে বলে কি কৌশলে বৈর নির্যাতন
সাধিতে দোঁহার সাধ—যত্ন ঐকান্তিক।
ছি ছি! সে মোহের বশে ভ্রাতৃপ্রেম ভুলি,
ভুলি সে আজন্ম সখ্য, বিপক্ষতা করি
তুলিয়া দিয়াছি বিষ তোর এই মুখে
অলক্ষে; পাণ্ডবপক্ষে পোড়াবার তরে
নিশাযোগে অগ্নিযোগ করি জতুগৃহে।
আজি কেঁদে উঠে প্রাণ স্মরি সেই কথা।
হায়! ভাগ্যদোষে মম, কোথা হ'তে ছার
পিশাচের দল আসি বেড়িল আমারে
চৌদিকে, শৈবাল দল কমলেরে যথা।
দুষ্টবুদ্ধি রাহু আবরিল জ্ঞানরবি।
স্নেহ, প্রেম, সরলতা—কুসুম সকল—
শুকাইল;—পৈশুন্যের নিদাঘ-নিশ্বাসে।
প্রমোদউদ্যান নাশি বসাইনু সাধে
মরুভূমি হৃদরাজ্যে; মন্দারের মালা
দূরে ফেলি লোভিলাম ক্রুর কাল ফণি!
চাটুকার চাটুবাণী প্রথম বয়সে
ঘটায় কি কুঘটন; কি যে সর্ব্বনাশী
বুদ্ধি আসি অসময়ে বিনাশে কিশোরে
সঙ্গদোষে,—সেই জানে, পতিত যেজন
মম সম—সর্ব্বনাশ ঘটে অনায়াসে।

(বাহু প্রসারিত করিয়া)

আজি ভ্রাত! ভূত কথা হও হে বিস্মৃত;
আয় ভাই রাখি তোরে হৃদয়-মাঝারে
ক্ষণকাল; ক্ষণকাল মাত্র অবশেষ
আমার, প্রাণের ভার রাখ নামাইয়া।
বাল্যকাল, বাল্যসখা! পড়িতেছে মনে;
সুখময়ী সেই স্মৃতি আনিছে বহিয়া
মায়াবলে, পুণ্যময় ত্রিদিব হইতে
মধুর মন্দার গন্ধ, মন্দাকিনী ধারা,
চিরানন্দ নন্দনের মন্দ সমীরণ;
অমৃত-আসারে তাই যায় জুড়াইয়া
হিংসাবিষে জর্জ্জরিত এ নশ্বর দেহ।
শৈশবে অথবা বাল্যে যেমন আগ্রহে
মিলায়ে দুইটি প্রাণ স্নেহের পুলকে
করিতাম আলিঙ্গন—আয় সেইরূপে
বদ্ধ হই বাহুপাশে; দেখুক জগতে
এ মধুর প্রেমদৃশ্য; শিখুক সকলে
হিংসায় নাহিক সুখ এ বিশ্বসংসারে।

(আলিঙ্গন করিয়া)

সুচিরসন্তপ্ত দেহ পরিতৃপ্ত আজি;
নিদাঘে পাদপ যথা তৃপ্ত বারিপাতে।

(নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

মাদ্রীসুত ভ্রাতৃদ্বয়! তোমরাও হেথা
আসিয়াছ—এস তবে দাও আলিঙ্গন

পরম সৌভাগ্য মম এ চরম কালে
পাইলাম অবসর ক্ষমা মাগিবারে
তো সবার পাশে এস, এস শীঘ্রগতি।

(আলিঙ্গন করত)

আজি ভাই কর ক্ষমা—অশেষ প্রকারে
আছি অপরাধী আমি তোমাদের পাশে।
দিয়াছি অশেষ ক্লেশ কপট কৌশলে;
বধিয়াছি পুত্র মিত্রে অন্যায় সমরে;
যতেক করেছি দোষ ভুলে যারে আজি—
এই ভিক্ষা, দুর্য্যোধন মাগে করপুটে।

সহদেব। সকলই অদৃষ্ট-খেলা নহে দোষ তব
রাজেন্দ্র—বীরেন্দ্রকুল হত দৈববলে;
দুঃখ যে পেয়েছি মোরা সেও দৈববশে;
এ আসন্ন কালে কেন অপ্রসন্ন কর
চিত্তেরে—প্রশান্ত-চিত্তে চিন্ত পরমেশ-
পদাম্বুজ—গদাম্বুজধারী মুর-অরি;
হে নরেশ—পরমেশ শেষের ঔষধি।

দুর্য্যোধন। (সচকিতে)

স্নেহের উচ্ছাসে ভাসি ছিনু অন্যমনে
এতক্ষণ,—এইক্ষণে আসন্ন বিপদ!
একে একে পঞ্চ ভাই শিবির ত্যজিয়া
আসিয়াছ—এ নিশীথে কে রক্ষিছে বল
অরক্ষিত শিবিরেতে সুখ নিদ্রাগত
শিশুগণে, আর কুল-মহিলামণ্ডলে?

যাও ত্বরা বৃকোদর, যাও ধনঞ্জয়,
যাও সবে ত্বরা করি শিবির উদ্দেশে।
এইমাত্র অশ্বত্থামা দৃপ্ত মহারোষে
ছুটিয়াছে ধূমকেতুপ্রায় রণস্থলে ;
জ্ঞানহীন দ্রোণপুত্র অতি হটকারী,—
কি জানি কি ঘটাইবে যাও শীঘ্রগতি।
হতভাগা অতি এই কুরুকুলপতি,
তাই ভয় মনে, এই মরণের কালে
পুনঃ কি বিপদরাশি ঘেরিবে সহসা !
দুর্দ্দৈব-নীরদদলে বুঝিবা ঢাকিবে
ক্ষীণ আশা-চন্দ্রকলা ; জ্বালার উপরে
বাড়িবে দ্বিগুণ জ্বালা—যাও মনোগতি।

(সকলের প্রস্থান)

(স্বগত) প্রাণের ভিতর হ'তে থাকিয়া থাকিয়া
কাঁদিয়া উঠিছে কেন ? বিধাতার মনে
এখনও কি আছে সাধ মোরে কাঁদাইতে ?
পুনঃ কি বিপদ-বজ্র গর্জ্জিবে মস্তকে ?
পুনঃ কি নয়ন জলে ভাসিতে হইবে ?
কিন্তু, বিধি ! আশা তব আর পূরিবে না ;
কি আর রেখেছ বল আমার এ ভবে ?
কার তরে বল আর করিবে রোদন
দুর্য্যোধন—প্রাণাধিক ধন সবই গেছে।
বজ্রাহত শালতরুপ্রায় এ শ্মশানে
আছি মাত্র দাঁড়াইয়া—মুকুল, পল্লব

সকলি পুড়িয়া গেছে; আমিও এখনি
যাইব সংসার ছাড়ি; সর্ব্বঅঙ্গ ব্যাপি
মরণের শীতস্পর্শ হয় অনুভূত।
তবুও আকুলচিত্ত কি জানি কি লাগি!
জীব-দিবা-অবসানে মরণের পথে
চলেছি ছুটিয়া; ছিল যে সব বন্ধন
সংসারের সনে —তাহা টুটেছে সকলি;
তবে কেন কাঁদে প্রাণ এ আসন্নকালে?
কার এ স্নেহের সূত্র রাখে তবু বেঁধে?
বুঝিয়াছি, জন্মভূমি! তব সনে আছে
স্নেহের বন্ধন শত—শত জনমের।
আসিবার কালে যথা লয়েছিলে কোলে
মহানন্দে; নিরানন্দে যাইবার দিনে
লইয়াছ কোলে পুনঃ অধম-সন্তানে!
আসন্নমরণ সুতে নেহারি যেমতি
নীরবে নয়ন-জল ঝরে জননীর
সেইরূপ তব অশ্রু উত্তপ্ত পরশে
আকুল হ'তেছে প্রাণ; তোমারি জননি!
সকরুণ রোদনের ধ্বনি পশে প্রাণে।
এ জড় প্রকৃতি মাগো তোমারই মূরতি,—
কত ভাবে, কতরূপে আকর্ষণ করে!
চরমে বুঝিনু মাগো পরম করুণা—
তোমার, এ শেষবার নমি তব পদে।
সুবিদিত আছ মাতঃ! তব হিত-ব্রতে,

দিয়াছি আহুতি সব—পুত্র মিত্র আদি ;
আমার বলিয়া কিছু রাখিনি লুকায়ে।
এ অন্তিমে কহি পুনঃ ধর্ম্ম-সাক্ষী করি
তব হিত জন্য যত কর্ম্ম আয়োজন
আমার—স্বজন-ধন মান-সুত আদি
উৎসর্গিনু তব শুভ-উদ্দেশে সংসারে।
সতত ভারতলক্ষ্মী চির লক্ষ্যাগত
আছিল—এ কথা সত্য কহিনু জননি!
কিন্তু মা জানি না কিবা তার পরিণাম ;—
রোপিনু বা কোনবৃক্ষ, কি ফল ফলিবে,
তব সুখ, দুঃখ কিংবা বাড়ানু, জননি!
হয় ত ভ্রমের বশে বিফল সাধনা
সাধিলাম ; রোপিলাম কল্পবৃক্ষ ভাবি
বিষবৃক্ষ ; দুঃখমাত্র দিনু বাড়াইয়া।
জ্ঞানকৃত অপরাধে নহে কিন্তু দোষী
এ দাস ; অজ্ঞানকৃত অপরাধ যত
নিজ গুণে, দয়াময়ি, ক্ষম সে সকলি।
দৈবাধীন কর্ম্মফল জান তাহা তুমি
কি করিতে কি হইল বলিতে না পারি।

(পঞ্চমুণ্ড লইয়া অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্বত্থামা। প্রতিহিংসা-রূপ-ব্রত পূর্ণ এতদিনে,
দুষ্কার্য্যের ফল আজি ফলেছে পাণ্ডবে।
যার জন্য এত কষ্ট, নষ্ট কুরু-কুল,
বহু কষ্টার্জ্জিত বিত্ত ধর রাজা সেই

পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড—শেষ উপহার।
সন্তপ্ত হৃদয়ে তব এ অন্তিমকালে
এ বলি, হে বলি, স্নিগ্ধ শান্তিবারিধারা
বরষিবে—সুনিশ্চয় জানে অশ্বত্থামা।
(একটি মুণ্ড তুলিয়া লইয়া)
অসম্ভব হইল সম্ভব ? পরাভব
পাইল পাণ্ডব দ্রোণি হস্তে ? চিত্তে কিন্তু
না হয় প্রত্যয়। একি তবে ভ্রান্তিলীলা ?
কিংবা এ কুহক ? দেখি পরীক্ষা করিয়া
(নিরীক্ষণ করত)
অহো! ঘুচিয়াছে ভ্রম, এ নহে কুহক ;
বীরত্ব-অর্জ্জিত নহে এই উপহার।
কি কর্ম্ম করিলে বিপ্র! এই উপহারে,
তুষিতে চাহিলে মোরে ? রে হত বিধাত!
কি পাপে এ মনস্তাপ দিলি এ অন্তিমে।
কি করিলে অশ্বত্থামা! এ কুরুকুলের
জলপিণ্ডস্থল মাত্র এ পঞ্চ কুমার ;
চরমের একমাত্র আশা,—ভ্রান্তিবশে
বিলোপিলে—বংশলোপ হ'ল কুরুকুলে।
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন! সর্ব্বনাশী যম-
রূপে তুই এসেছিলি কুরুকুলে ; হায়!
বংশনাশ করিলি এরূপে। মরি! মরি!
নিশীথে নিঃশঙ্কচিত্তে সুখ নিদ্রাগত
ছিল বৎসগণ—গুপ্ত তস্করের করে

লভেছে অন্যায়, মৃত্যু। অজ্ঞাতে পশিয়া
তরুর কোটর মাঝে কিরাত যেমতি
নাশে পক্ষী শাবকেরে—নির্দ্দয়-হৃদয়—
নির্দয়-হৃদয় দ্রোণি সেইরূপে পশি
নাশিয়াছে শিশুগণে, অরক্ষিত যবে
শিবির; দেখালে ভাল বীরত্ব জগতে।
ঘোষিবে কুযশ তব চিরদিন তরে—
সংসার, চিরকলঙ্কে করি কলঙ্কিত।
কেশরী-বিবরে পশি নিশার আঁধারে
বধেছ শাবক তার, সে কেশরী যবে
ছিল স্থানান্তরে; কিন্তু চিন্ত সদুপায়—
কেমনে রক্ষিবে প্রাণ, আক্রমিবে যবে
রোষে, ক্ষোভে, পুত্রশোকে উন্মত্ত কেশরী।
কি আর কহিব আমি,—এ শেষ বিষাদে
আঁধার হ'তেছে মম নয়নের মণি;
জীবনের শেষ গ্রন্থি ছিঁড়িল এরূপে।
অন্তিমে অনন্তময় এ মিনতি পদে
সবাকার অমঙ্গল যাক্ মম সনে;
কুশলে থাকুক সবে আনন্দে, উল্লাসে।

সমাপ্ত।

